কাইগা পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা এবং কিছু প্রশ্ন

সম্প্রতি কাইগা পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অন্তত ৫৫ জনের বিষক্রিয়া আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে। কর্ণাটকের উত্তর কন্নড় জেলার কাইগা পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত পঞ্চান্ন জনের মতন কর্মী প্ল্যান্টের দূষিত জল পান করে বিকিরণ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হন। প্ল্যান্টের প্রথম রক্ষণাবেক্ষণ শাখায় কর্মরত এই কর্মীদের শরীরে ট্রিটিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধির কারণে চিকিৎসা করা হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় আক্রান্তদের দেহে ট্রিটিয়ামের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক। এই কর্মীরা প্ল্যান্টের মূল কর্মকেন্দ্রের কাছে রাখা একটি ঠান্ডা জলের মেশিন থেকে জলপান করার পরে অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। যেখানে ট্রিটিয়াম রাখা হয় তার আশেপাশে কাজ করেন ১৬৮৯ জন স্থায়ী কর্মী ও ৫০০০ জনের মতন ঠিকা কর্মী।

পরমাণু শক্তি কমিশনের পক্ষ থেকে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। কমিশনের চেয়ারম্যান অনিল কাকোদকর বরং নিরাপত্তার গাফিলতিকে পাত্তা না দিয়ে এটাকে অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল বলে চালাতে চান। এমন ভয়ঙ্কর অজুহাত হাস্যকর তো বটেই বরং মর্মান্তিক-ই বলা যায়। 'কর্মী অসন্তোষ' এবং তার ফলে "অনিষ্ট"; কর্তৃপক্ষের এ-হেন ব্যাখ্যা সদুত্তর দেওয়ার বদলে অনেক বেশি প্রশ্নের উদ্রেক করে। অনিল কাকোদকর কাইগা শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রে বিকিরণ, নির্গমনকে কোনো ব্যক্তি বিশেষের গাফিলতি বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি এজন্য দায়ী ব্যক্তিকেই সকল অনিষ্টের মূল বলতে চান। তাঁর মতে 'এই কাজ ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি বিধি অনুযায়ী এক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই ঘটনায় আক্রান্ত কর্মী, সেখানকার পরিবেশ অথবা এই সকল কর্মীদের সংস্পর্শে আসা লোকজনের কোনো বিপদ বা ক্ষতির উল্লেখ তাঁর কথায় পাওয়া যায় না। তিনি মনে করেন কাজ করার সময়ের ত্রুটির কারণে এই ঘটনা ঘটে। কাইগা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতির মাধ্যমে জানায় যে খুব ভাল ভাবে পরীক্ষা করেও পারমাণবিক চুল্লি থেকে কোনো 'ভারী জল' নির্গমনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্য চেপে যাওয়ার এই প্রয়াস সত্যিই দুঃখজনক। ঘটনাটি ২৫শে নভেম্বরের হলেও তা সংবাদমাধ্যমের কাছে আসে ২৮শে নভেম্বর। আসলে বেশ বড় সংখ্যক কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল বলেই কর্তৃপক্ষ শত প্রয়াসেও ঘটনাটি চেপে রাখতে পারেননি। এমনকি সকলের তাৎক্ষণিক আশঙ্কা প্রশমিত করতে আক্রান্ত কর্মীদের প্রস্রাবে ট্রিটিয়ামের মাত্রা কম করে দেখানো হয় এবং সঠিক হিসেবও কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, উভয় ক্ষেত্রেই ট্রিটিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার বিপজ্জনক দিকটা বরাবর লঘু করে দেখানো হয়। অথচ এই পদার্থটি ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। ট্রিটিয়াম রাসায়নিকভাবে হাইড্রোজেন সমতুল হওয়ার ফলে এবং মানুষের শরীরে যেহেতু জলের অনুপাত ৭০ শতাংশেরও বেশি, জলের অংশ হিসাবে শরীরের যে কোনো অংশে তা পৌঁছে যেতে পারে। এর ওপর, ট্রিটিয়াম কখনও কখনও জৈব অণুর সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে দীর্ঘসময় পর্যন্ত আমাদের শরীরে থেকে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। CANDU জাতীয় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং সামরিক প্রয়োগের জন্য হাইড্রোজেন বোমা তৈরির জন্য ট্রিটিয়াম ব্যবহৃত হয়। এহেন পরমাণু কেন্দ্রগুলির আশেপাশে যে বংশগত শারীরিকত্রুটি দেখা যায়, তার কারণ খুব সম্ভবত ট্রিটিয়ামের অমরার আবরণী ভেদ করে গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতি করার ক্ষমতাই।

'দুর্ঘটনা' বা 'অন্তর্ঘাত' যাই হোক না কেন, তা কোনোভাবেই ঘটনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্বস্ত করে না। আর যদি এটা 'অন্তর্ঘাত'-ই হয় যা রোধ করা যায়নি; তা হলে বলতে হয় এমন ঘটনা আবার ঘটতেই পারে; এবং অপেক্ষাকৃত বড় 'অন্তর্ঘাত'-এর ফলে, চের্নোবিলের ১৯৮৬ সালের ২৬শে এপ্রিলের মত লাখো মানুষের ওপর সাথে সাথে ভয়াবহ আঘাত নেমে আসবে।

অত্যন্ত ভয়ের কথা হল—অদূর ভবিষ্যতে পরমাণু-বিদ্যুৎ প্রকল্পের যে ধরনের বিস্তারের পরিকল্পনা আছে, তাতে উপরোক্ত ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল এবং সেক্ষেত্রে প্রতিটি পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র এক একটি সম্ভাব্য 'চের্নোবিল'।

স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সমাজ, মনস্তত্ত্ব এবং অর্থনীতির ওপর পারমাণবিক অস্ত্র ও পারমাণবিক শক্তির মারাত্মক কুপ্রভাব সম্পর্কে যা কিছু জানা গেছে বা জানতে বাকি আছে, তা যে আমাদের উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহই নেই। পারমাণবিক অস্ত্র ও পারমাণবিক শক্তির বিকাশের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে সে ব্যাপারে সচেতনতা থেকে আমরা অবিলম্বে পারমাণবিক অস্ত্রের বিলোপ ও পারমাণবিক শক্তির ক্রম পর্যায়ে অবলুপ্তির দাবি করছি।

পারমাণবিক-বিদ্যুৎকে নিরাপদ ও নির্মল বিকল্প এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধান হিসাবে দেখানো হচ্ছে, অথচ এটি আপদমুক্ত বা নির্মল তো নয়ই বরং জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধানের অন্যান্য কার্যকরী উপাদানগুলি এর ফলে উপেক্ষিত হচ্ছে এবং অহেতুক সময় অপচয় হয়ে চলেছে। নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে পারমাণবিক-বর্জ্য পদার্থের নিক্ষেপণের ফলে পৃথিবী ভয়ঙ্করভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এসব আমাদের গভীর উদ্বেগের কারণ।

একদিকে 'উন্নয়নের' নামে চালানো একটি অতি-ভোগবাদী মডেলের সুদূরপ্রসারী ফল, অন্য দিকে শক্তি ও সম্পদ রক্ষায় ব্যর্থতা আমাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। আমরা ভীষণভাবে ভীত; তাই আমরা ইউরেনিয়ামের মতন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অনুস-ান, খনন ও রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি জানাই। চিকিৎসাবিভাগে ব্যবহৃত ভঙ্গুর আইসোটোপ তৈরি করার জন্য যে পারমাণবিক চুল্লির ব্যবহার, আমরা তার পর্যায়ক্রমে বন্ধ-র দাবি জানাই। এবং এর সঙ্গে পারমাণবিক শিল্পে জীবন-জীবিকায় সম্পর্কিত কর্মী ও চিকিৎসকদের ন্যায়সঙ্গতভাবে যথোপযুক্ত কাজের সাথে যুক্ত করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পারমাণবিক অস্ত্র ও পারমাণবিক শক্তির বিপন্মুক্ত একটি পৃথিবী পাওয়ার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে।